খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

25, ফার্ন রোড, কলকাতা - 700 019, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

সভাপতি ঃ তুষারকান্তি তালুকদার '৫৬ সম্পাদক ঃ রজত ঘোষ '৮৫

RNI No. WBBEN/2010/32438

Regd. No. : KOL RMS / 426 / 2011-2013

● Vol. 3 ● Issue: 8 ● 15 August, 2012 ● Price Rs. 2/- ●

এ মাসের অনুষ্ঠান

২৬ আগস্ট ২০১২, রবিবার
সন্ধ্যা ৬টায় স্কুলের হলঘরে
জন্মশতবর্ষে দেবব্রত বিশ্বাস-এর
প্রতি সম্মান জানাতে আমাদের নিবেদন

ঃ **'দেবব্রত বিশ্বাস'**-এর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করবেন
বিশিষ্ট আবৃত্তিকার শ্রী প্রদীপ ঘোষ।

ঃ **'উন্মুক্ত ব্রাত্যজন'** তথ্যচিত্র,
পরিচালনা - জোনাকি সরকার;
পরিবেশনা - গান্ধার।

এই দুর্লভ তথ্যচিত্রটি দেখার জন্য
সবান্ধবে আপনাদের আমন্ত্রণ রইল।

খেয়া উপসমিতি

প্রধান : দীপাঞ্জন বসু ('৬৪)
যুগ্ম প্রধান : দেবদত্ত সিংহ ('৬৯)
যুগ্ম প্রধান : সুকমল ঘোষ ('৬৯)
মুদ্রণ : পীযূষ চট্টোপাধ্যায় ('৪২)
যুগ্ম আহ্বায়ক : অঙ্কন মিত্র (২০০২)
হরিশ সাধুখাঁ (২০০৯)
সংযোগকারী : সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১)

সপ্তদশ অ্যালমনি পুরস্কার ২০১২

— কিছু তথ্য —

○ **মোট পুরস্কারের সংখ্যা ৯১**
অ্যালমনি পুরস্কার ঃ ২৭
স্মারক বৃত্তি ঃ ৬৪

○ অ্যালমনি পুরস্কার বা অন্যান্য স্মারক পুরস্কার ব্যতীত
স্মারক বৃত্তির মোট টাকার পরিমাণ
ঃ ৬৫,৮৮০.০০ টাকা

○ **এ বছর থেকে শুরু হওয়া স্মারক বৃত্তি**

○ **শচীন্দ্রনাথ রায় স্মারক বৃত্তি**
প্রাপক ঃ ষষ্ঠ শ্রেণির প্রথম ছাত্র
জ্ঞাপক ঃ জগদ্বন্ধু রায় পরিবারের সৌমিত্র রায়
বৃত্তিমূল্য ঃ ১০০০ টাকা

○ **দেবেন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্মারক বৃত্তি**
○ প্রাপক ঃ একাদশ শ্রেণিতে অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক
জ্ঞাপক ঃ ভাস্কর রায় '৬৭ এবং দেবাশিস চৌধুরি '৬৭
বৃত্তিমূল্য ঃ ১২০০০ টাকা দেবেনবাবুর নামাঙ্কিত স্থায়ী
আমানতের নির্দিষ্ট সুদ।

○ **জ্যোতিভূষণ চাকী স্মারক বৃত্তি**
প্রাপক ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাষা বিভাগে
(বাংলা ও ইংরেজি)
সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক।
জ্ঞাপক ঃ ভাস্কর রায় '৬৭ এবং দেবাশিস চৌধুরি '৬৭
বৃত্তিমূল্য ঃ ১২০০০ টাকা জ্যোতিভূষণ চাকী নামাঙ্কিত
স্থায়ী আমানতের নির্দিষ্ট সুদ।

এই সংখ্যাটি বৈদ্যনাথ দত্ত (১৯৬৭)-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

সপ্তদশ অ্যালমনি পুরস্কার ২০১২

গত ২৯ জুলাই ২০১২ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন-এর হলঘরে অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সপ্তদশ অ্যালমনি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সমাপন হল। এবার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত স্মারক সম্মান ও বৃত্তি সহ মোট পুরস্কারের সংখ্যা ছিল ৯১। কৃতী-পুরস্কারের পাশাপাশি এবারও প্রাক্তন শিক্ষক সম্মাননার-ও এক প্রস্থ আয়োজন ছিল। এ বছর সদ্য অবসর-নেওয়া শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা মালতী দে ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রামচন্দ্র অধিকারী-কে শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপনের আয়োজন করেছিল অ্যালমনি। এবারের পুরস্কার-সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ভাষ্যকার শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি মহাশয়।

পুরস্কার-সন্ধ্যার শুভ সূচনা হয় প্রাক্তন অ্যালমনি সভাপতি শ্রী দিলীপ সিংহের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। এবার মাধ্যমিকে কৃতীদের সংখ্যা ২০ এবং উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য মিলিয়ে ৭ জন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রদের হাতে সম্মান তুলে দিলেন সন্ধ্যার অতিথি অধ্যাপক মাইতি মহাশয়। তাঁর নাতিদীর্ঘ সম্মান বক্তৃতার মধ্যে আমরা দেখলাম এক রসসিক্ত অতীত স্কুল স্মৃতির প্রতিচ্ছবি ও অনাবিল আনন্দ। প্রতিবারের মতো এবারও স্মারক ও স্মৃতি পুরস্কারের প্রাক্কালে আমরা বরণ করে নিলাম আমাদের শ্রদ্ধা ও আদরের দিদিমণি শ্রীমতী মালতী দে-কে। মালতীদির স্মৃতিচারণার মধ্যে অনুরণিত হল স্কুলকে ঘিরে তাঁর আবেগ-ভালোবাসা, অগণিত ছাত্রের প্রতি তাঁর মমত্ববোধের স্রোতধারা। ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য অপর মাস্টারমশাই রামবাবু উপস্থিত হতে পারেননি।

পুরস্কার বিতরণের ক্রমধারাবাহিকতার ফাঁকে ফাঁকে আমরা শুনলাম কয়েকজন কৃতীর সাফল্যের দু'চার কথা। [illegible] বিভাগে পুরস্কৃত নবম শ্রেণির ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সংগীত আমাদের এই আনন্দসন্ধ্যায় যোগ করল নতুন মাত্রার লহরি-হিল্লোল।

গত দু'এক বছর অ্যালমনি পুরস্কার-সন্ধ্যায় আমরা বিগত কয়েক বছরের পুরোনো কৃতীদের আমাদের মধ্যে নিয়ে আসি। এবারে সেই তালিকায় ছিল ১৯৯৮ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতীরা। এদের মধ্যে আমরা পেলাম শঙ্খদা, কৌশিকদা ও সুমন্তদা-কে। বাকিদের অনেকেই কর্মসূত্রে বিদেশে বা অন্যত্র ব্যস্ত। অথবা আমাদের ত্রুটিতেই তারা আমাদের যোগাযোগের বাইরে। তবু এই তিনজন সফল-প্রতিষ্ঠিত কৃতীর কথায় ছত্রে ছত্রে উঠে এল কর্মব্যস্ত জীবিকা - জীবনে স্কুলকে ঘিরে চাওয়া-পাওয়া আর ফিরে ফিরে স্কুলের আঙিনায় ছুটে আসার ছুতো ...

ক্যামেরার ঝলকানি, মোবাইলে ক্যাপচার, নম্বরের বিনিময়, উষ্ণতা আর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্য দিয়ে সপ্তদশ অ্যালমনি পুরস্কারের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সম্পাদক শ্রী রজত ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও পুরস্কার প্রণালীর সুষ্ঠ রূপায়ণ করেন অ্যালমনির সদস্য তারক মুখার্জি (২০০৭), বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৭), পলাশ পাল (২০০২), অয়ন চট্টোপাধ্যায় (২০১১) এবং অর্ঘ্য দে (২০০২) ও আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১) এবং অঙ্কন মিত্র (২০০২)।

প্রতিবেদক : অঙ্কন মিত্র, ২০০২

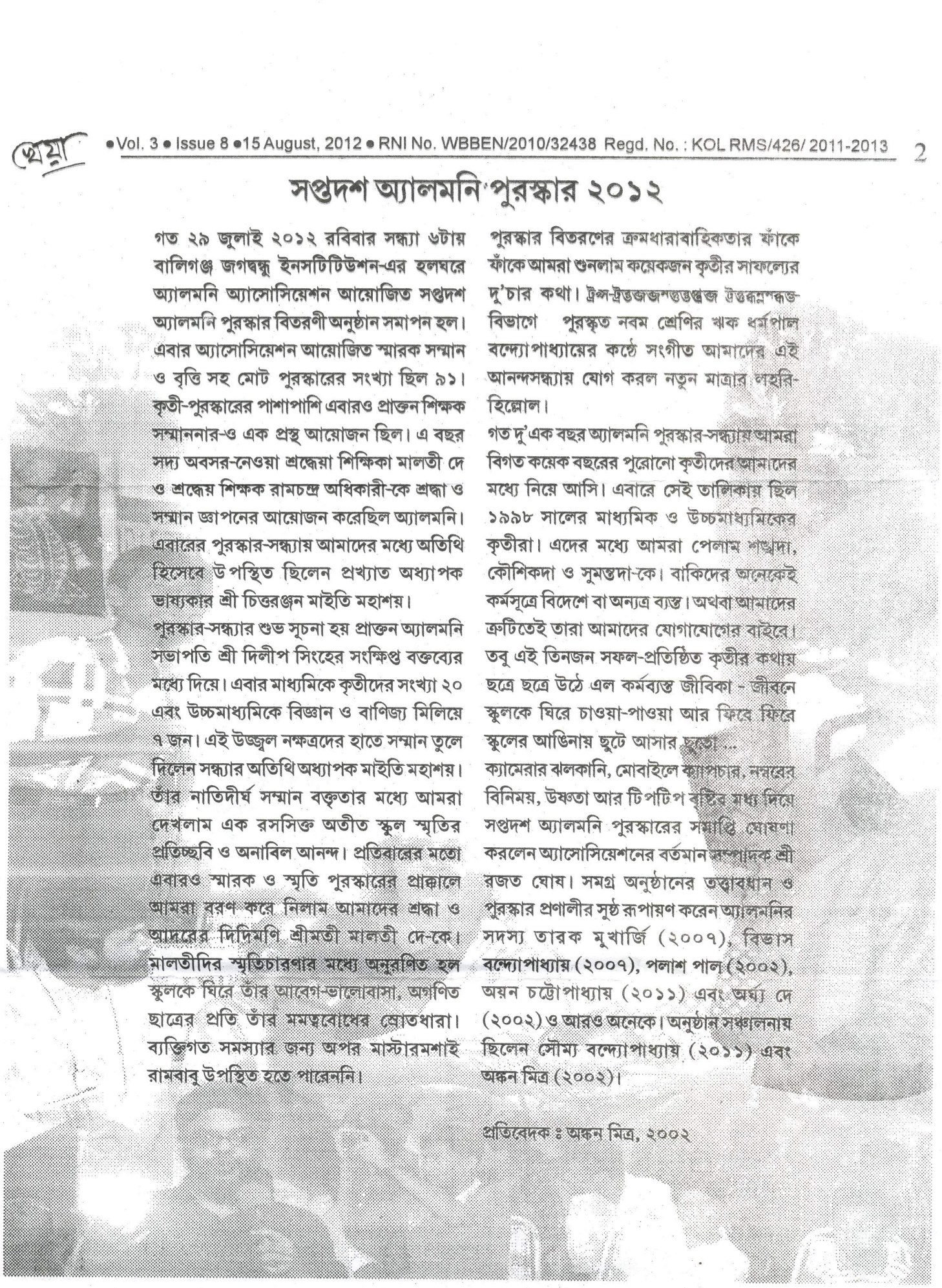

দেবাশিস মাইতি

২০১২-র মাধ্যমিকে ৬১৪ নম্বর পেয়ে স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়েছে দেবাশিস মাইতি। এখন ও জগদ্বন্ধু ইন্সটিটিউশনেই উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছে। দেবাশিসের সাফল্যের পিছনে ওর মা-বাবা ও স্কুল শিক্ষকদের অবদান ওকে প্রেরণা যুগিয়েছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার। অ্যালমনি পুরস্কার পেয়ে দেবাশিস উচ্ছ্বসিত। ভবিষ্যতে ও অ্যালমনির সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

শুভদীপ পাল

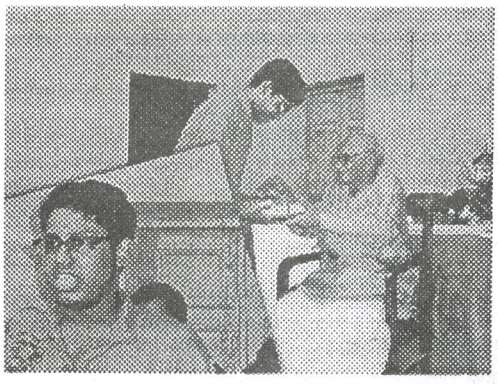

২০১২-র উচ্চমাধ্যমিক ৪২২ (৮৪.০৪ শতাংশ) নম্বর পেয়ে স্কুলের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে প্রথম হয়েছে শুভদীপ পাল। এই মুহূর্তে ও আশুতোষ কলেজে সাম্মানিক স্নাতক স্তরে রসায়ন নিয়ে পড়ছে। অ্যালমনি পুরস্কার পেয়ে শুভদীপ মনে করে — ওর পরিবার সম্মানিত হয়েছে। আর এই সাফল্যের পিছনে ও inspiration হল স্কুলের স্যারেদের অকুণ্ঠ সাহায্য। ভবিষ্যতে শিক্ষকতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে চায় শুভদীপ।

দিলীপ কুমার সিংহ

অধ্যাপক দিলীপ কুমার সিংহ JBI Alumni Association-এর প্রাক্তন সভাপতি। উদ্বোধনী ভাষণে ওনার কথায় উঠে এল এই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুলের প্রাক্-শতবর্ষের নানান বর্ণময় স্মৃতিচারণ। ছাত্র সংবর্ধনার পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষকদের স্মরণ ও বরণ ও সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কেও উনি অ্যালমনির পদক্ষেপকে স্বাগত জানান। পুরস্কার-সন্ধ্যার বরণীয় অতিথি শ্রী চিত্তরঞ্জন মাইতি মহাশয়ের সাহিত্য-দিগন্তে সফল বিচরণ প্রসঙ্গেও উনি ছাত্রদের অবহিত করেন। স্কুলের সোনালি অতীতের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে দিলীপদা জানান, স্কুলে এক সময় ড. নীহার রঞ্জন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতো ব্যক্তিরা বক্তৃতা দিয়ে গেছেন।

মালতী দে

স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে ২০১২-তে অবসর গ্রহণ করেন আমাদের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা মালতী দে। তাঁর হাতে সম্মান-অর্ঘ্য তুলে দিলেন সন্ধ্যার অতিথি অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি। মালতীদির ছোটো বক্তব্যের মধ্যে উঠে এল, তাঁর দীর্ঘ চল্লিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনের এই স্কুল সংসারকে ঘিরে নানান রূপকথা। বহু ছাত্র, সহকর্মী ও স্কুলকে ঘিরে হরেক স্মৃতি তিনি মেলে ধরলেন তাঁর আবেগঘন বক্তৃতায়। তাঁর কথায় এই পুরস্কার-সন্ধ্যায় তিনি আবার নিজেকে স্কুলের একজন হিসেবে খুঁজে পেলেন শুধুমাত্র অ্যালমনি-র এই আদরণীয় আহ্বানে। অ্যালমনি-র উদ্যোগকে তিনি দিলেন অনেক সাধুবাদ এবং কৃতীদের প্রতি জানালেন তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন ভালোবাসা।

শঙ্খ ভট্টাচার্য

৯৮ সালের কৃতী শঙ্খ ভট্টাচার্য-কে আমরা পেয়েছিলাম পুরস্কার-সন্ধ্যায়। শঙ্খ-র কথায়, অ্যালমনি হল প্রাক্তনদের একটা ফিরে আসার যোগসূত্র। এই স্কুলকে ঘিরে প্রতিফলিত হল শঙ্খ-র ভর্তির দিন থেকে ক্লাসরুমের স্মৃতি। দেশেবিদেশে ছিটকে-যাওয়া প্রাক্তন ছাত্রদের একমাত্র অ্যালমনিই যে জুড়তে পারে, সেটা শঙ্খর কথাতেই স্পষ্ট।

খেয়া ● Vol. 3 ● Issue 8 ● 15 August, 2012 ● RNI No. WBBEN/2010/32438 Regd. No. : KOL RMS/426/ 2011-2013

একটি উজ্জ্বল মুহূর্তের স্মৃতি

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(অধ্যাপক ভাষাকার বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় পরিচিত নাম চিত্তরঞ্জন মাইতি। ভ্রমণ, ইতিহাস, রোমাঞ্চ এবং জীবনীভিত্তিক ছোটোগল্প এবং উপন্যাসের সমাহার আজকের পাঠক মনে সমাদৃত। তাঁর লেখা চলচ্চিত্রায়ন ছাড়াও বহু সংকলন ও সম্পাদনায় তাঁর গভীরতা লক্ষণীয়। এ বছর তাঁকে আমরা সপ্তদশ অ্যালমনি পুরস্কারের দিনে আশীর্বাদক হিসেবে পেয়েছিলাম।)

কয়েকদিন একটি মধুর স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম এক বিদ্যাতীর্থ দর্শনে। এই বিদ্যায়তনটি দক্ষিণ কলকাতার এক স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এক বিদ্যোৎসাহী স্বপ্ন দেখেছিলেন দক্ষিণাঞ্চলে একটি উচ্চ মানের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। আজ তাঁর সে স্বপ্ন সার্থকতার শিখর স্পর্শ করেছে। জগদ্বন্ধু রায় মশায় যে বীজটি রোপন করেছিলেন সেটি কোনো সামান্য বীজ ছিল না, মহামহীরূহের অঙ্কুর। সেই বনস্পতি আজ শাখা-বাহু মেলে নীলাকাশকে স্পর্শ করেছে। নীড় রচনা করেছে নানা বিহঙ্গ। তারা প্রভাত-সংগীত গেয়েছে, সান্ধ্যবন্দনার পর কুলায় বিশ্রাম নিয়েছে।

যারা সংবর্ধিত হয়েছে, তারা একদিন পক্ষবিস্তার করে উড়ে চলে গেছে দিগন্তের পারে, কিন্তু তারা ভুলে যায়নি তাদের ফেলে-আসা বনস্পতিকে। তাই বিদ্যায়তনের প্রাক্তনীরা মিলে তৈরি করেছেন একটি সংস্থা—সেখানে অর্থ আর নানারকম পুরস্কার দিয়ে তাঁরা উৎসাহিত করেছেন উদীয়মান প্রতিভাধরদের। অনেকগুলি তরুণ কিশোরকে সেখানে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তারা গান গেয়ে, বক্তৃতা করে, পরীক্ষায় উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে পুরস্কার লাভ করেছিল। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে তারা বিভিন্ন বিষয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হওয়ার গৌরবলাভ করে আপন বিদ্যায়তনের ঐতিহ্যকে অম্লান রেখেছিল। প্রতিভা বিকাশের জন্য চাই অসীম ধৈর্য আর দৃঢ় সংকল্প। একজন সার্থক চিত্রকর কিংবা লেখক হতে গেলে অথবা যে কোনো বৃত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে গেলে চাই 'অর্জুনের একাগ্রতা'। পক্ষীটিকে বাণবিদ্ধ করতে গিয়ে সে কেবল দেখেছে পক্ষীটির চক্ষু। আমাদের দৃষ্টিও সব্যসাচীর মতো একাগ্র হওয়া চাই। কারও প্রতি কোনো অসূয়া নয়, কেবল নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকা। তাহলে জানবে সিদ্ধি সুনিশ্চিত। অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের অতিক্রম করার ইচ্ছা-থাকা ভালো কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হলে অগ্রগমন বাধা পাবে।

সর্বোপরি, চাই একটি সংবেদনশীল হৃদয়। অনেক দূরের পথ অতিক্রম করতে হবে তোমাদের, তাই অবিচল ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। প্রথমেই মন থেকে দূর করে দিতে হবে পুরস্কারপ্রাপ্তির লোভ, না হলে জীবন তার গতি হারাবে। কোনো প্রতিশ্রুতিবানের পুরস্কার তার নিজের কাজের সার্থকতার ওপর নির্ভর করে। সে নিজে তৃপ্ত হলে সেটাই হবে তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তার স্থায়িত্ব হবে দীর্ঘস্থায়ী। মৃত্যুর পরেও তার লয় নেই। একজন বড়ো চিকিৎসক, লেখক, চিত্রশিল্পী—একনিষ্ঠ সাধক। একজন বিত্তবান তখনই সম্মানলাভ করেন যখন তিনি সর্বসাধারণের কল্যাণে তাঁর বিত্তের কিছু অংশ ব্যয় করেন। সর্বশেষে বলি, 'কথা কম কাজ বেশি' জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। —এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে এখানেই ইতি টানলাম।

'পুনশ্চ' দিয়ে আবার শুরু করছি কিছু কথা। এই রীতি বহুকাল থেকে প্রচলিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অজস্র মিলের কবিতা উপহার দিয়ে ভাবলেন, এখন রীতিটা বদলে গদ্যছন্দে কবিতা লিখলে কেমন হয়। শুরু হল তাঁর গদ্য কবিতা। নাম দিলেন 'পুনশ্চ'। জানার বিষয় আছে চতুর্দিকে ছড়িয়ে, তাকে কুড়িয়ে নিতে হবে গভীর আগ্রহে। মুক্তো-সন্ধানীরা যেমন জলে ডুবে সুক্তি তুলে আনে আর তার থেকে বের করে নেয় আসল মুক্তোটি। তারপর মালা গাঁথতে হবে সুনিপুণ দক্ষতায়। লেখা, শিল্পচর্চা, সংগীতসাধন এবং সকল প্রকার শুভ কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে আছে এই সঠিক বস্তুটি কুড়িয়ে পাওয়ার সন্ধানী দৃষ্টি। আমার ব্যক্তিগত এক টুকরো অনুভূতির কথা বলি। সেই অনুভূতিটুকু একদিন আমাকে এক মহৎপ্রাপ্তির স্বাদ এনে দিয়েছিল। রোগে শয্যাশায়ী। হঠাৎ মনে হল, মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে একটা নৌকো আসছে আমাকে ভবসাগরের পারে নিয়ে যেতে। আমি কিন্তু কাণ্ডারীর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে তাঁর উদ্দেশ্যটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুভ্র একখানা চাদরে তাঁর সর্বাঙ্গ আবৃত। তখন আমার অনুভূতিতে সমুদ্র এসে ঠেকেছে আমার খোলা বাতায়নের পাশে, কাণ্ডারী দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর নৌকোয়। এমনই নৌকো রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিল। তিনি তাঁর সৃষ্টির সোনালি ফসল তুলে দিয়েছিলেন সে নৌকোয়। নিজে যখন উঠতে যাবেন তখন কাণ্ডারী বলেছিলেন, ঠাঁই নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষায় লিখলেন,

'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো এ তরি
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।'

লেবাননের ঋষি-কবি খালিল জিব্রাণ তখন রয়েছেন একটি দ্বীপে। বিভিন্ন বৃত্তির মানুষেরা তাঁর কাছে চাইছেন নানারকম পরামর্শ। এমন সময় ভবসাগরের মাঝি এলেন তাঁকে ওপারে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি কাণ্ডারীকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে বলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে নির্দিষ্ট পথে চলার পরামর্শ দিয়ে সিন্ধুপারের নৌকোয় গিয়ে উঠলেন। হঠাৎ ভবসাগরের নাবিককে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার অন্তরে একটি কবিতা জন্ম নিল—

ফিরে যাও হে নাবিক
এখনও রয়েছে কথা বাকি।
অনন্ত শূন্যের মাঝে
সব কথা জমা হয়ে থাকে।
হারায় না কোনো শব্দ, মানুষের পাখিদের
পশু আর কীট-পতঙ্গের,
মুহূর্তের উচ্চারণ—
সেও থাকে মহাশূন্যে স্বরলিপি হয়ে।
আমার না-বলা কথা জোনাকির ঝিকিমিকি
মনের গহনলোকে জ্বলে আর নেভে,
রহস্যের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।
সব গোপনতা, সবা কামনা কাঞ্চন-কথা,
পরমার্থ প্রসঙ্গসকল,
একই সঙ্গে নিবিড় আশ্রয়ে স্থির হয়ে জেগে থাকে
মহাবিশ্বের ঐ বিপুল ভাণ্ডারে।
আমাকে বলতে দাও—
এখনই করো না রুদ্ধ আমার অস্ফুট যত কথার কোরক।
সব ফুল ফুটে গেলে, সব পাখি উড়ে চলে গেলে
তখন আসবে তুমি শব্দহীন স্রোতে
শুভ্র পালকের মতো তোমারও তরণী ভাসিয়ে
আমি চলে যাব নৈঃশব্দের অনন্ত পাথারে।

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association. Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd. Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.